সারাদেশে হঠাৎ ছেলেধরা আতঙ্ক, গণপিটুনিতে নিহত ৪

সারাদেশে ছেলেধরা আতঙ্ক বিরাজ করছে। এরই মধ্যে গেল বৃহস্পতিবার নেত্রকোনায় শিশুর কাটা মুণ্ডু নিয়ে পালানোর সময় গণপিটুনিতে এক যুবক নিহত হয়েছেন। এ ঘটনার একদিন পরেই ঢাকার কেরাণীগঞ্জে ছেলেধরা সন্দেহে গণপিটুনিতে অজ্ঞাত দুই যুবক আহত হওয়ার পর একজন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান।

ছেলেধরা সন্দেহে সাভারেও গণপিটুনির শিকার হয়ে এক নারীর মৃত্যু হয়েছে। শনিবার সকাল সাড়ে ১০টার দিকে সাভারের তেঁতুল জোরা স্কুল অ্যান্ড কলেজের সামনে অজ্ঞাতপরিচয়ে (৫০) ওই নারী গণপিটুনির শিকার হন। পরে পুলিশ তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে (ঢামেক) ভর্তি করলে বিকাল সাড়ে ৪টার দিকে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। এর আগে, একই দিনে (শনিবার) সকালে রাজধানীর উত্তর বাড্ডা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সন্তানকে ভর্তির জন্য খোঁজ নিতে গিয়ে ছেলেধরা সন্দেহে গণপিটুনিতে প্রাণ হারান তাসলিমা বেগম রেনু (৪০) নামে এক মা। লাশ সনাক্ত করে নিহত তাসলিমা বেগম রেনুর ভাগ্নে সৈয়দ নাসির উদ্দিন টিটু বলেন, নিহত হওয়া ওই নারী ছেলেধরা ছিলেন না। বরং উত্তর বাড্ডায় ওই স্কুলে গিয়েছিলেন সন্তানকে ভর্তি করানোর জন্য খোঁজখবর নিতে। আর সেখানে তাকে নির্মমভাবে পিটিয়ে হত্যা করা হয়।

অপরদিকে গাজীপুরের চান্দনা চৌরাস্তা এলাকায় ছেলেধরা সন্দেহে মানসিক ভারসাম্যহীন এক নারীকে গণপিটুনি দিয়ে পুলিশে সোপর্দ করা হয়েছে।

জানা যায়, রাজধানীর উত্তর বাড্ডার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এলাকায় শনিবার সকালে ছেলেধরা সন্দেহে এক নারী (৪০) গণপিটুনিতে নিহত হয়েছেন। বাড্ডা থানার এসআই গোলাম মোস্তাফা ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে জানান, উত্তর বাড্ডা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় এলাকায় শিশুচোর সন্দেহে এক নারীকে স্থানীয়রা গণপিটুনি দেন। এতে ওই নারী গুরুতর আহত হয়। পরে তাকে উদ্ধার করে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করলে সকাল সাড়ে ১০টার দিকে তার মৃত্যু হয়। ময়নাতদন্তের জন্য তার মরদেহ মর্গে রয়েছে। এদিকে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জের মিজমিজি আল আমিননগর এলাকায় শনিবার সকালে ছেলেধরা